খুব অল্প খরচে
যে কোনো বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দি পত্রিকায় খুব কম খরচে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
নাম চেঞ্জ, বিজ্ঞপ্তি, হারানো প্রাপ্তি, পাত্রপাত্রী, কর্মখালি
আনন্দবাজার পত্রিকা The Telegraph THE TIMES OF INDIA দৈনিক যুগশঙ্খ
বর্তমান প্রতিদিন সন্মার্গ প্রভাত খবর
9232633899 THE ECHO OF INDIA

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 08 ❑ Issue 12 ❑ 06 Jun, 2024 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M
অলঙ্কার
সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

বনগাঁ পৌরসভাতেই বিজেপির লিড ২০৭০৯

জয়ী শান্তনু, কমল ব্যবধান

প্রতিনিধি ঃ রাজ্যে তৃণমূলের সাফল্যের মধ্যেও কাঁটা বিঁধে থাকলো বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের ফলাফলে। এখানে ঘাসফুলকে সরিয়ে ফের পদ্ম ফুলের উদয় হলো। গত লোকসভা ভোটের পর এবারও জয়ী হলেন বিজেপি প্রার্থী শান্তনু ঠাকুর। তিনি প্রায় ৭৫ হাজার ভোটের ব্যবধানে জয় লাভ করলেন। যদিও গতবার তিনি এক লক্ষেরও বেশি ভোটে জয়ী হয়েছিলেন। শান্তনু ঠাকুর জয়ী হতেই বিজেপি কর্মী সমর্থকদের মধ্যে উচ্ছ্বাস তৈরি হয়।

বনগাঁ কেন্দ্রের ভোট গণনা ছিল বনগাঁ দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয়ে। এদিন দুপুরের পর শান্তনু ঠাকুরের জয় যখন একপ্রকার নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে, বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি দেবদাস মন্ডলের নেতৃত্বে কর্মী সমর্থকরা কলেজ গেটের বাইরে জড়ো হন। সেখানে ঘন্টা বাজিয়ে আবির খেলে তারা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। ঘণ্টার মাধ্যমে বনগাঁ থেকে তৃণমূলের বিদায় ঘন্টা বাজিয়ে দেন। ভোট গণনা চলার শেষ পর্বে শান্তনু ঠাকুর বাইরে বেরিয়ে আসেন। তাকে ঘিরে কর্মীরা আনন্দে মেতে ওঠেন। শান্তনু ঠাকুর বলেন, এই জয় সাধারন বিজেপি কর্মীদের জয়। বিজেপির জেলা সভাপতি থেকে নিচুস্তরের সমস্ত কর্মীদের জয়।

গতবারের থেকে এবারের ব্যবধান কমা নিয়ে তিনি বলেন, ব্যবধান কমেছে কিনা এটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। গত বিধানসভার ভোটের নিরিখে ব্যবধান ছিল ১০ হাজার। সেটা এবার আশি হাজারে নিয়ে গিয়েছি।

বনগাঁ কেন্দ্রটি মতুয়া উদ্বাস্তু তপশিলি প্রভাবিত। এবার ভোটের প্রচারে সিএএ এবং নাগরিকত্বের বিষয়টি প্রচারে উঠে এসেছিল। বিজেপি তৃণমূল এ বিষয়ে প্রচার পাল্টা প্রচারে সরগরম হয়ে উঠেছিল বনগাঁর রাজনীতি। তৃণমূলের বক্তব্য ছিল, মতুয়া উদ্বাস্তুদের ভোটার কার্ড আধার কার্ড রেশন কার্ড সবই আছে। তারা ভোট দেন, ফলে তারা

তৃতীয় পাতায়...

লোকসভা ভোটে পৌরসভা এলাকায় প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বি দুই দলের ব্যবধান

ওয়ার্ড নং- ১			
পার্ট নং	টিএমসি	বিজেপি	ব্যবধান
২৫৬	৩৩১	৪২০	৮৯
২৫৭	১১০	২৪৩	১৩৩
২৫৮	৫২৪	৩৪৪	১৮০
২৫৯	৩০১	৩২৪	২৩
২৬০	২২৫	৩৮০	১৫৫
২৬১	১৪৫	২৮৫	১৪০
ওয়ার্ড নং- ২			
পার্ট নং	টিএমসি	বিজেপি	ব্যবধান
২৬২	২৬২	৫৬৮	৩০৬
২৬৩	২৭৯	৫৫৮	২৭৯
২৬৪	২৭৭	৭৭৮	৫০১
২৬৫	২২০	৩৭৭	১৫৭
২৬৬	৪০২	৪৪৭	৪৫
ওয়ার্ড নং- ৩			
পার্ট নং	টিএমসি	বিজেপি	ব্যবধান
২৬৭	৩৫৭	৪৪৫	৮৮
২৬৮	৩৯৩	৭৬৫	৩৭২
২৬৯	৪২২	৫৩১	১০৯
২৭০	২০১	৩৬৮	১৬৭

ওয়ার্ড নং- ৪			
পার্ট নং	টিএমসি	বিজেপি	ব্যবধান
২১২	২৪২	৪৫৯	২১৭
২১৩	২৯০	৩৩৮	৪৮
২১৪	২৫৩	৪০৩	১৫০
ওয়ার্ড নং- ৫			
পার্ট নং	টিএমসি	বিজেপি	ব্যবধান
১৭৭	১৯৪	৩৮৫	১৯১
১৭৮	১৭০	৩০৯	১৩৯
১৭৯	১৮৪	৩৫২	১৬৮
১৮০	১২৬	৩৬৪	২৩৮
১৮১	১৬৫	৩৫৮	১৯৩
১৮২	২২৫	৩৬১	১৩৬
ওয়ার্ড নং- ৬			
পার্ট নং	টিএমসি	বিজেপি	ব্যবধান
১৬৮	২০৪	৩৪৯	১৪৫
১৬৯	৩৪৪	৪৮৩	১৩৯
১৭০	৩৫১	৪৪২	৯১
১৭১	৩০৪	৪৬৭	১৬৩

চতুর্থ পাতায়...

যারা সিএএ নিয়ে বিরোধিতা করছিল তাদের মুখে ঝামা ঘষে দেওয়া হয়েছে : শান্তনু ঠাকুর

প্রতিনিধি ঃ যারা নাগরিকত্ব সংশোধিত আইন নিয়ে বিরোধিতা করেছিল তাদের মুখে ঝামা ঘষে দেওয়া হয়েছে। বাংলার আট জন নাগরিকত্ব পাওয়ার পর শুক্রবার গাইঘাটার ঠাকুরবাড়িতে সাংবাদিক সম্মেলনে করে সিএএ বিরোধীদের বিদ্রুপ করলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বনগাঁ লোকসভার সদ্য জয়ী বিজেপি প্রার্থী শান্তনু ঠাকুর।

বুধবার ঠাকুরনগর বড়া এলাকার বাসিন্দা মতুয়া ভক্ত গৃহবধূ শান্তি লতা বিশ্বাস নাগরিকত্ব শংসাপত্র হাতে পেয়েছেন। এদিন শান্তনু ওই গৃহবধূকে পাশে বসিয়ে নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেন।

তিনি বলেন, "এই নাগরিকত্ব সংশোধিত আইন নিয়ে যারা অপপ্রচার করছিলেন, তাদেরকে বলতে চাই, যারা আবেদন করেছেন নাগরিকত্ব পেয়েছে তাদের কোন কিছু বাতিল হয়নি। এবং যারা নিঃশর্ত নাগরিকত্ব বলে চেঁচাচ্ছিলেন তাদেরকে বলছি, সিএএ তে আবেদন করার জন্য কোন কাগজ দরকারে পড়েনি। যারা বিরোধিতা করছিলেন তাদের মুখে ঝামা, গোবর চুনা ঘষে দেওয়া হয়েছে। যারা ধর্মীয় নির্যাতনের কারণে এদেশে চলে এসেছিলেন তাদেরকে উদ্বাস্তু বলা হত। এবার থেকে কেউ আর তাদেরকে বাংলাদেশী বা উদ্বাস্তু বলবেনা। শান্তনু ঠাকুর আরো বলেন, দশ হাজার মতুয়া উদ্বাস্তুরা আবেদন করেছেন। এখনো আবেদন প্রক্রিয়া চলছে।

বিরল প্রজাতির কচ্ছপ উদ্ধার

প্রতিনিধি ঃ বাইকে করে বিরল প্রজাতির কচ্ছপ পাচারের চেষ্টা ব্যর্থ করলে বিএসএফ। সন্দেহ জনক বাইক দাঁড় করাতেই বাইক ফেলে পালিয়ে যায় পাচারকারী। বাইকে বাঁধানো প্লাস্টিকের ব্যাগের মধ্যে থেকে উদ্ধার হয় ওই বিরল প্রজাতির কচ্ছপ। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার গাইঘাটা থানার তেঁতুলবেড়িয়া সীমান্তে।

বিএসএফ জানিয়েছে, পাচারকারী পালিয়ে গেলেও তার ফেলে যাওয়া ব্যাগের তল্লাশি চালিয়ে ৬৭টি বিরল প্রজাতির স্টার কচ্ছপ উদ্ধার হয়েছে। কচ্ছপগুলির বাইশটি মাঝারি আকারের এবং ৪৪টি ছোট আকারের। ভারত থেকে বাংলাদেশে এসব কচ্ছপ পাচারের চেষ্টা করছিল।

সূত্রে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার বিএসএফের ৫ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানেরা তেঁতুলবেড়িয়া সীমান্তে সন্দেহভাজন এক বাইক আরোহীকে থামায়। তল্লাশি করার সময় হঠাৎ

তৃতীয় পাতায়...

ঋতু মেঘা হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট
আবাসিক।। শীততাপ (AC) নিয়ন্ত্রিত।
এখানে চাইনিজ ফুড সহ বিভিন্ন খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে।
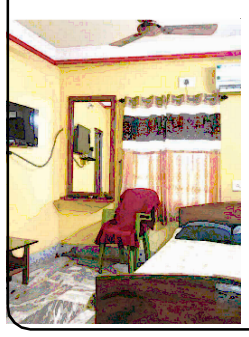
২৪ ঘন্টাই খোলা
চাঁদপাড়া দেবীপুরস্থিত যশোর রোড সংলগ্ন কৃষি মান্ডির পাশে।
চাঁদপাড়া, গাইঘাটা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
Shifting Time সকাল ১০টা থেকে পরের দিন সকাল ১০টা।
যোগাযোগ: 9332224120, 6295316907, 8158065679

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৮ ❐ সংখ্যা ১২ ❐ ০৬ জুন, ২০২৪ ❐ বৃহস্পতিবার

দুর্নীতি সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে

সদ্য অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশিত হয়েছে। বিজেপি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলেও এনডিএ জোট সরকার গঠনে উদ্যোগী হয়েছে। সমগ্র দেশের মতে পশ্চিমবঙ্গেও বিজেপি'র ফল খারাপ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দল হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে প্রচারের মূল বিষয় ছিল সরকারের সীমাহীন দুর্নীতি। তবুও সেই দুর্নীতিকে উপেক্ষা করে সাধারণ জনগণ বাংলার শাসক গোষ্ঠীকে গতবারের তুলনায় আরও বেশি শক্তিশালী করে তুলেছে। এবার কথা হল— দুর্নীতি কোথায় হয়েছে? একবাক্যে সকলেই উত্তর দিতে শুরু করলে শ্রোতার কর্ণপটহ ফেটে যাওয়ার উপক্রম হবে— চাকরী-চাকরী;রেশন- রেশন...। এবার প্রশ্ন হল— সরকার যদি দুর্নীতি করে থাকে, তাহলে জনগণ তাকে পুনরায় সমর্থন করল কেন? দুর্নীতিগ্রস্থ সরকারকে আরও শক্তিশালী করল কেন? সংবাদ মাধ্যমে নজর দিলে প্রতিনিয়ত দেখা যায়, যোগ্য প্রার্থীরা রাস্তায় আন্দোলন করছে বা কোর্টের দ্বারস্থ হচ্ছে। সমালোচকদের মতে, আসলে গল্প অন্য কোথাও! সরকারে বসে থাকা কিছু ব্যক্তিবর্গ দুর্নীতি করতে সাহস দেখিয়েছে এবং তাদেরকে মদত দিয়েছে আম-জনতা। কারণ, এই আম-জনতাই দুর্নীতির মাধ্যমে নিজেদের আখের গোছাতে চেয়েছে। তাইতো উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষও দুর্নীতি করতে সাহস দেখিয়েছে। আসলে চোর চোরকেই চেনে! তাইতো এই অবস্থা। আজ শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতী আশাহত। দুর্নীতি শেষ হয়ে কবে তাদের কপাল খুলবে! আদৌও দুর্নীতি শেষ হবে কি? এ প্রশ্নের উত্তর জানে ভবিতব্য।

পান্থজনের পথলিপি

দেবাশিস রায়চৌধুরী

[প্রতিনিয়ত মাথা নিচু করে হাঁটতে হাঁটতে এতদিন সে শুধু মাটি দেখেছে। রাস্তায় চোখ রেখে চিনেছে অজস্র পায়ের মানচিত্র। এভাবেই পড়া হয়ে গেছে ছোটো বড় পায়ের বিচিত্র ভূগোল। তখন তার চারপাশে সবাই ব্যস্ত ছিল পদপল্লব উপাসনায়। সে নিজেও তো এই সিলেবাসের ছাত্র ছিল। পরিচিত পাঠাভ্যাসে, হেঁটমুণ্ড উর্ধপদ সে কখনও আকাশ দেখেনি। কোনও পান্থশালায় একটু জিরিয়ে নেওয়ার সময় সে পায়নি। আজ পথের প্রান্তদেশে এসে হঠাৎ তার পদস্খলন হল।

এখন চিৎপাত শুয়ে এক পান্থ দেখছে তার মাথার উপর অনন্ত আকাশ। কী অপার মহিমা তার!

এবার দু'হাত মাটিতে রেখে উঠে দাঁড়াচ্ছে সটান। ছটফটিয়ে উঠছে পা। পথ ডাকছে। ডাকছে সিলেবাসের বাইরের এক অন্য জীবন। সে এখন প্রান্ত পথের পান্থ। সেই অচেনা-অজানা জীবন তাকে দেখতে হবে, ছুঁতে হবে, ঘ্রাণ নিতে হবে। তারপর লিখে রাখতে হবে পথের কথা, পান্থজনের টুকরো সংলাপ, প্রান্তবাসীর ঘর গেরস্থালীর নিত্য যাপনকথা। যা কখনও হয়ে উঠতে পারে স্বপ্নকথা, হয়তো বা কল্পকথা।]

এত হিংসা কেন!

প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছেন মহর্ষি কণ্ব। ইদানীং বড় মনোকষ্টে আছেন তিনি। বর্তমানে নগরবাসী। তাঁর সাধের তপোবন উন্নয়নের লোলুপগ্রাসে চৌপাট হয়ে গেছে। সভ্যতা তাঁকে পরিয়েছে শার্ট প্যান্ট।

রাস্তার ধার ঘেঁষে হাঁটছিলেন,আচমকা রেষারেষি করা দুটো বাইকের ধাক্কায় ছিটকে পড়তে পড়তে সামলে নিলেন নিজেকে। দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল অজান্তেই, " এই কী আমার যৌবনের তপোবন বার্ধকের বারানসী "!

উত্তুরে হাওয়া বইছে, কুয়াশার কুজ্ঝটিজালের অন্তরালে দিবাকর আড়ামোড়া ভাঙছেন। আজ কিছুটা হলেও প্রফুল্ল বোধ করছেন ঋষি।

সহসা একটা স্কুটি তাঁর সামনে দাঁড়াল। অন্যমনস্কতার ঘোর কাটিয়ে সামনে তাকাতেই হাসি ফুটল তাঁর মুখে। স্কুটিতে শকুন্তলা। তবে প্রসন্নতা স্থায়ী হলো না বেশিক্ষণ।

উদ্বিগ্ন স্বরে প্রশ্ন করলেন, "এ কী! তোমার আনন এত ম্লান কেন কন্যা?" কুজ্ঝটিকা অপসারিত হয়েছে। প্রকাশিত সূর্যকিরণে চতুর্দিক ঝলমল করে উঠছে, এই আনন্দমূহুর্তে এত বিষণ্ণতা কেন?"

শকুন্তলার ভীত হরিণচোখে টলটল করে উঠল জল। ব্যাকুল মহর্ষি তার চিবুক তুলে ধরে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার সহচরীদ্বয় কোথায় ? তাদের সাথে বিসম্বাদ সৃষ্টি হয়েছে কোনও ?"

দুদিকে মাথা হেলাল শকুন্তলা।

" তা হলে? "

এবারে ফুঁপিয়ে উঠল মেয়ে, "ওরা ছাগশিশুটাকে প্রকাশ্যে নির্মমভাবে হত্যা করল পিতা। রক্ত ছুটল ফিনকি দিয়ে। তার কর্তিতশির স্থির। করুণ চোখে লেগে ছিল নীরব অভিমান।

আমার কাছে আকুতি জানিয়েছিল বাঁচার জন্য। পারলাম না। আমি পালিয়ে এলাম। তার যন্ত্রণাবিদ্ধ শরীর তখন লোভী মানব বেষ্টনীতে অবরুদ্ধ।

আজ মহানবমী, মাতৃ আরাধনার সাথে আজ গৃহে গৃহে যেন ছাগমাংস ভক্ষণ উৎসব। উঃ,কী বীভৎসতা! নগরীর রাজপথ, সরণীতে সরণীতে আজ ছাগ-হত্যা বিপনির রমরমা।

পঞ্চদশবর্ষীয় এক বালক, কসাইপুত্র। সেই বালকের হাতে আজ শস্ত্র শোভিত হচ্ছে, তার হিংসা-দীক্ষা সম্পন্ন হচ্ছে এখনই ! কেন পিতা, কেন ?

কেন প্রকাশ্যে পশুহত্যা চলবে, কেন কুসুমমতি বালক হিংসা মন্ত্রে দীক্ষিত হবে ? প্রকাশ্য হত্যা বন্ধ করা কি নিতান্তই অসম্ভব ?

কোথায় গেল পিতা ব্রহ্মচর্য আশ্রম! আমাদের তপোবন চিরকালের মতো হারিয়ে গেল কি ?"

কণ্বের কাছে কোনও উত্তর ছিল না। তিনি শকুন্তলার মাথায় হাত রাখলেন।

শকুন্তলা চলে গেছে অনেকক্ষণ। দ্বিতল বাসগৃহের ধ্যান কক্ষে কণ্ব মুদিত নয়নে স্থির হয়ে বসে ছিলেন।

সহসা ত্রিকালদর্শী মহর্ষি স্পষ্ট দেখতে পেলেন বহুযুগের ওপারে তার উত্তরসূরী শ্মশ্রুমণ্ডিত এক ঋষিকল্প মানুষকে। সেই মানুষটি কিছু লিখতে লিখতে থেমে গিয়েছেন। গালে হাত দিয়ে চুপচাপ কিছু ভাবছেন। মহর্ষি অবাক হয়ে দেখলেন ঋষিতুল্য সেই লেখকের চোখেও টলমল করছে জল। কৌতূহলী কণ্ব লেখার খাতায় উঁকি দিয়ে সদ্য শেষ হওয়া লেখা বাক্যটি দেখার চেষ্টা করলেন।

তিনি দেখলেন খাতায় লেখা আছে— এত রক্ত কেন ?

পৃথিবীতে প্রথম জলের উৎস গ্রহাণুর হাত ধরে

অজয় মজুমদার

প্রকৃতির রাজত্বে জল সম্ভবত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং প্রয়োজনীয় উপাদান। জীবের প্রথম জন্মই জলে। জীব কোশের উপাদানের ৯০% হলো জল। জীবের বিপাকক্রিয়া, পুষ্টি, এমনকি রেচন পদার্থ বর্জনেও জলের প্রয়োজন হয়। জল নিয়ে অনেক কথাই উঠছে। জল দূষণে জনস্বাস্থ্য বিঘ্নিত হচ্ছে। একসময় মিষ্টি জলের অভাবে জীবকুল ধ্বংস হয়ে যাবে। তাহলে উপায় কী? আশা করা যায় পৃথিবীতে কখনোই জলের ঘাটতি হবে না।

পৃথিবী বিখ্যাত 'সয়েন্স' পত্রিকায় নতুন একটি তত্ত্ব প্রকাশিত হলো। পৃথিবীতে জলের সৃষ্টি কিভাবে হয়েছে তারই তত্ত্ব। উল্কা ও গ্রহাণুর সংস্পর্শেই নাকি পৃথিবীতে জলের উৎপত্তি হয়েছে। নতুন গবেষণায় এই তথ্য উঠে এসেছে। উডস হেল ওসিয়ানো গ্রাফিক ইনস্টিটিউশনের প্রধান বিজ্ঞানী অ্যাডাম সরাফিয়ান জানিয়েছেন, আমরা পৃথিবীতে সমুদ্রের উৎপত্তি নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতাম, নতুন গবেষণা আর কয়েক কোটি বছর পিছিয়ে দিয়েছে। যদি আমরা ঘড়ির কাঁটা পিছিয়ে দিই, প্রায় ৪.৬ বিলিয়ন বছর আগে, যে সময় সৌরজগৎ তৈরি হচ্ছে।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, পৃথিবী সেই সময় ছিল একেবারেই শুকনো, উচ্চ ক্ষমতাবান ও উচ্চ তাপমাত্রার কঠিন বস্তু। কিন্তু বরফের সিক্ত উল্কা ও গ্রহানুর ধাক্কায় পৃথিবীর চেহারাটাই পরিবর্তন হয়ে যায়। পৃথিবীতে জলের উৎস গবেষণায় মেটিওরাইটস বা উল্কা তত্ত্বের হাত রয়েছে। এমন কিছু উল্কা বা গ্রহানু রয়েছে যা পৃথিবীর জলের উৎপত্তিতে সাহায্য করছে। কার্বো-নাসিয়াস কনড্রাইট সূর্য সৃষ্টির সময়ের একটি উল্কাপিণ্ড। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেছেন, সেই সময় হয়তো কোন গ্রহের উৎপত্তি হয়নি।

কার্বনাসিয়াস কনড্রাইটে রয়েছে বেশিরভাগ জলের উপাদান। (৩% থেকে ২২%) এছাড়াও রয়েছে সিলিকেটস, অক্সাইড এবং সালফাইডস। সেই রকম সৌর জগতের সবথেকে বড় গ্রহাণুর ভেসটাতে লক্ষ্য করা গেছে পৃথিবীতে থাকা সমস্ত রাসায়নিক পদার্থ। সারাফিয়ান ও তাঁর দল আন্টার্টিকা

থেকে উদ্ধার করেছেন কিছু ম্যাগমার তাল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভেসটাতেও এই উপাদান লক্ষ্য করা গেছে। সবথেকে উল্লেখ যোগ্য কথা বিজ্ঞানীরা বিস্মিত হলেও একথা মেনে নিয়েছেন যে, পৃথিবীর ও ভেসটা সৌর ঝড়ের খুব কাছাকাছি থাকা সত্ত্বেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু ভেসটা থেকেছে হিমায়িত অবস্থায়। তাই বিজ্ঞানী সারাফিয়ান বলেছিলেন, ভেসটার স্ন্যাপসট হল পৃথিবীর সেই সময়কার শৈশব অবস্থা।

ভূতত্ত্ববিদ্যা বিস্তৃত ভাবে পৃথিবী এবং অন্যান্য পার্থিব গ্রহের বৈশিষ্ট্য এবং প্রক্রিয়াগুলি স্টাডি করেন। ভূতত্ত্ববিদরা পৃথিবীর গঠন এবং বিবর্তন বোঝার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করেন। যার মধ্যে রয়েছে ফিল্ডওয়ার্ক, শিলার বর্ণনা,ভূ-পদার্থবিদ্যা কৌশল, রাসায়নিক বিশ্লেষণ, শারীরিক পরীক্ষা এবং সংখ্যামূলক মডেলিং। জল সম্পদের মূল্যায়ন, প্রাকৃতিক বিপত্তি বোঝা, পরিবেশগত সমস্যা সমাধান প্রতিকার এবং অতীতের জলবায়ু পরিবর্তনের অন্তর্দৃষ্টি প্রদানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

উল্কাপিন্ডের মধ্যে জলের সন্ধান পেলেন বিজ্ঞানীরা ও প্ল্যানেটারি সায়েন্স জার্নালে (Planetary Science journal) এই আবিস্কারকে কেন্দ্র করে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে। গবেষণা পত্রের প্রধান লেখক আনিসিয়া অ্যারেডোন্ডো এই সম্পর্কিত তথ্য দিয়েছেন। মহাকাশের বিভিন্ন গ্রহে জলের সন্ধান করতে করতে অবশেষে বিজ্ঞানীরা বিরাট সাফল্য পেলেন। তাঁরা বলেন, "আমরা উল্কাপিন্ডে এমন একটি বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করেছি, যা থেকে স্পষ্টভাবে জলের অনুগুলিকে খুঁজে বের করা গিয়েছে।"

১৯৯৮ সালে মরক্কোয় যখন একটি উল্কা পড়েছিল, তখন সেটিকে নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা হয়েছিল। সেটির রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছিল "সায়েন্স অ্যাডভান্স" নামক আন্তর্জাতিক পত্রিকায়। মরক্কোর সেই উল্কাতেও জলের অনুর সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। সেই সঙ্গে ছিল অ্যামাইনো অ্যাসিডের অনুও। ওই গবেষণা পত্রে জানানো হয়েছিল, পৃথিবীর বাইরেও জল থাকতে পারে। তারপর থেকে থেমে থাকেনি এই গবেষণা। মহাকাশে ঘুরে বেড়ানো উল্কাপিন্ডে চলতে থাকে জলের সন্ধান। অবশেষে দুটি উল্কোপিন্ডে জলের অনু সন্ধান করে সাফল্য পেলেন বিজ্ঞানীরা। **চলবে...**

লোকনাথ বাবার তিরোধান দিবস উদ্‌যাপন

নীরেশ ভৌমিক ঃ চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া কুন্ডুপাড়ায় গত ২ জুন মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হল লোকনাথ ব্রহ্মচারীর ১৩৪ তম তিরোধান দিবস। অন্যতম ভক্ত

জয়দেব বর্ধনের বাসভবন অঙ্গনের লোকনাথ মন্দিরে সাড়ম্বরে পুজোর আয়োজন করা হয়। পুজো উপলক্ষে মন্দির প্রাঙ্গনে ফুল মালায় সাজানো হয়। বাড়ির মেয়ে, বৌ ছাড়াও পাড়ার মহিলাগণও পুজোয় অংশ গ্রহন করেন। এলেকার বহু ভক্তজন পুজো দেখতে আসেন। আসেন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অন্যতম সংগঠক ও লোকনাথ ভক্ত জয়দেব বর্ধন আগত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। পুজো শেষে অঞ্জলি প্রদান ও যজ্ঞানুষ্ঠান শেষে সকলের মধ্যে প্রসাদ বিতরন করা হয়। মধ্যাহ্নে সকলের জন্য ছিল মধ্যাহ্নে ভোজনের ব্যবস্থা। সারাদিন ব্যাপী অসংখ্য ভক্তের আগমনে লোকনাথ বাবার তিরোধান দিবস উপলক্ষে এদিনের আয়োজিত লোকনাথ পুজো ও স্মরণ অনুষ্ঠান সার্থক হয়ে ওঠে।

অন্যদিকে বিগত বছরের মতো এবারও চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া মধ্যপাড়ায় লোকনাথ সেবা সমিতির সদস্য মহিলারা মহাসমারোহে লোকনাথ বাবার তিরোধান দিবস উপলক্ষে পুজো ও অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। গত ২ জুন আয়োজিত পুজো উপলক্ষে মন্দির প্রাঙ্গন ফুল ও আলোক মালায় সাজানো হয়। লোকনাথ ঠাকুরের অন্যতম ভক্ত স্থানীয় বাসিন্দা রানা পাল প্রদত্ত লোকনাথ ব্রহ্মচারীর শ্বেত পাথরের মূর্তি এদিন মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হয়।গ্রামের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু ভক্ত মন্দিরে পুজো দিতে আসেন। পাশের গ্রাম বকচরা থেকে পুত্রবধূকে নিয়ে পুজো দিতে আসেন লোকনাথ বাবার অন্যতম ভক্ত বাসন্তি দেবনাথ। পুজো সম্পন্ন করেন পুরোহিত সোমনাথ চক্রবর্তী। পুজো ও উৎসবকে সার্থক করে তুলতে সহ যোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন অন্যতম সংগঠক কাজল গুহ কাকলি গুহ। আরতি মজুমদার গোলাপী মজুমদার রিংকি গাইন লিপিকা গাইন রুমা পাল প্রতিমা মজুমদার বিজলি চৌধুরী প্রমুখ ভক্তগণ। পুজো শেষে উদোক্তারা উপস্থিত সকলের হাতে প্রসাদ তুলে দেন। সকলের জন্য ছিল মধ্যাহ্নকালীন আহারের ব্যবস্থা। রাতে মন্দির প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত বাউল গানের অনুষ্ঠানে অসংখ্য ধর্মপ্রান মানুষজনের উপস্থিতিক চেখে পড়ে।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে নাট্য কর্মীদের বৃক্ষচারা প্রদান

নীরেশ ভৌমিক ঃ ১৪ এপ্রিল স্বেচ্ছারক্তদান শিবিরের পর গত ৫ জুন

মর্যাদা সহকারে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করে নবগঠিত থিয়েটার এ্যাসোসিয়েশন অব গোবরডাঙা (TAG)। এদিন অপরাহ্নে গোবরডাঙা ষ্টেশনের ১নং প্ল্যাটফর্মে আলপনা প্রদানের মধ্য দিয়ে আয়োজিত নানা অনুষ্ঠান ও কর্মসূচীর সূচনা হয়। উপস্থিত নাট্যকর্মীগণ রেলযাত্রী সহ পথ চলতি মানুষজনের হাতে বিভিন্ন ফল ও বৃক্ষের চারা তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।

আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন গোবরডাঙা গবেষনা পরিষৎ এর সম্পাদক দীপক কুমার দাঁ, বিজ্ঞান সেবক ড. সুনীল বিশ্বাস, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ এন সি কর, বার্ষিয়ান শিক্ষাব্রতী ড. নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা তথ্য- সংস্কৃতি দপ্তরের অন্যতম আধিকারিক প্রসেনজিৎ কুমার মণ্ডল, শিক্ষক অশোক পাল, শিক্ষক অরিন্দম দে, বিধান রায়, পলাশ মণ্ডল, সাংবাদিক বাসুদেব মুখোপাধ্যায় ও পাঁচুগোপাল হাজরা প্রমুখ। বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী পারমিতা মণ্ডলের গাওয়া সংগীতের মধ্য দিয়ে কর্মসূচীর সূচনা হয়।

বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁদের বক্তব্যে স্বচ্ছ ও নির্মল পরিবেশ গড়ে তুলতে আরোও বেশি বেশি করে বৃক্ষের চারা রোপন, প্ল্যাস্টিক ক্যারিব্যাগ ব্যবহার বন্ধ করা এবং খাল, বিল, ডোবা পুকুর ইত্যাদি ভরাট না করার আহ্বান জানান। বহু মানুষ বসে ও দাঁড়িয়ে বক্তাগণের কথা শোনেন।

অন্যতম সংগঠক ও বিশিষ্ট নাট্য পরিচালক বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, বিধান হালদার, অভীক দাঁ, দীপাঙ্ক দেবনাথ, এবং উদীচীর কর্নধার জয়দীপ বিশ্বাস, সাংস্কৃতিক কর্মী মানিক ঘোষ প্রমুখের আন্তরিক উদ্যোগে এবং সদস্যগণ পরিবেশিত সংগীত, আবৃত্তি এবং কথায় কবিতায় গোবরডাঙার নাট্যকর্মী (TAG)গণ আয়োজিত বিশ্বপরিবেশ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সমস্ত কর্মসূচী সার্থকতা লাভ করে।

গোবরডাঙা নাট্য সমন্বয়ের বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপন

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ৫ জুন বৃক্ষরোপন সহ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করেন গোবরডাঙা নাট্য সমন্বয় সংগঠনের

সদস্যবৃন্দ। এদিন সকালে গোবরডাঙা স্টেশন পার্শ্বস্থ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া চত্বরে অয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন গোবরডাঙার পৌরপ্রধান শংকর দত্ত, স্থানীয় মুকুলিকা গানের স্কুলের শিক্ষিকা ও বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী অনিমা দাস মজুমদারের গাওয়া পরিবেশ বিষয়ক সংগীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমীর সদস্য ও বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব আশিস চ্যাটার্জী, প্রবীণ নাট্য পরিচালক আশিস দাস, ছিলেন গোবরডাঙার বিভিন্ন নাট্য দলের প্রতিনিধিগণ। পৌরপতি শ্রীদত্ত তাঁর বক্তব্যে পরিবেশ সম্পর্কে বিশেষ কিছু না বললেও পরিবেশ রক্ষায় নাট্য ও সাংস্কৃতিক কর্মীগনের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান, আশিস চ্যাটার্জী তাঁর বক্তব্যে নিজেদের স্বার্থেই আমাদের চারপাশের পরিবেশকে সুস্থ ও নির্মল রাখার আহ্বান জানান। পরিবেশ নিয়ে বিশদে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট লেখক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব পলাশ মণ্ডল। শ্রী মণ্ডল পরিবেশ সুরক্ষায় বৃক্ষছেদন নয়, যথেষ্ট বৃক্ষ রোপন এবং সেই সঙ্গে পুকুর খাল,বিল, ভরাট না করার আহ্বান জানান। এদিনের অনুষ্ঠানের শুরুতে ব্যাঙ্ক ভবনের সামনের রাস্তার পাশে একটি বৃক্ষের চারা রোপন করে বৃক্ষচারা রোপন ও প্রদান কর্মসূচীর সূচনা করেন পৌর প্রধান শংকর দত্ত। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোবরডাঙা থানার অন্যতম পুলিশ অধিকারিক আশুতোষ দাস, সংগীত পরিবেশন করেন শান্তা দত্ত বনিক সহ বিভিন্ন নাট্যদল ও সাংস্কৃতিক সংস্থার সদস্যগণ।

এদিনের অনুষ্ঠানে নাট্য সমন্বয় সমিতির অন্যান্য সদস্যগণের মধ্যে ছিলেন নাট্যাভিনেতা জীবন অধিকারী, বরুণ কর, বিকাশ বিশ্বাস, মহঃ সেলিম, দীপাঙ্ক দেবনাথ, শুভাশিস রায় চৌধুরী, অজয় দাস প্রমুখ নাট্য কর্মীগণ।

ব্যবসায়ির অকাল প্রয়াণ

নীরেশ ভৌমিক ঃ চাঁদপাড়া ষ্টেশন সংলগ্ন ১নং রেলবাজারের দীর্ঘদিনের ব্যবসায়ি পিযুশ কান্তি পাল গত ৪ মে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। রেল বাজারে সোমা সু হাউস নামের দোকানটিতে ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। হঠাৎই দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মধ্যমগ্রামের একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু ঘটে। বাজার সমিতির সম্পাদক জয়দেব বর্ধন জানান, পিযুশবাবুর প্রয়াণে আগামী শনিবার রেলবাজারের সমস্ত দোকান এক বেলা বন্ধ থাকবে।

জয়ী শান্তনু কমল ব্যবধান

প্রথম পাতার পর

নাগরিক। নতুন করে নাগরিকত্ব নেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই বরং নাগরিকত্বের আবেদন করলে তারা বেনাগরিক হয়ে যাবে। বিজেপি'র পক্ষ থেকে পাল্টা প্রচারে তুলে ধরা হয়েছিল, সিএএ নাগরিকত্ব দেওয়ার আইন; নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার জায়গা নেই। মতুয়াদের মধ্যে সিএএ নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছিল। মতুয়ারা আড়াআড়ি ভাবে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। তবে ভোটের ফলাফলে দেখা যাচ্ছে, মতুয়াদের বেশিরভাগ সমর্থন শান্তনু ঠাকুরের দিকেই ঝুঁকে পড়েছে। মতুয়া ভোট পাওয়ার তার আরও একটি কারণ, তিনি মতুয়া ঠাকুর পরিবারের সদস্য এবং অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের সংজ্ঞাধিপতি। স্বাভাবিক ভাবেই মতুয়াদের মধ্যে তার প্রভাব অনেক বেশি ছিল।

অন্যদিকে পরাজিত প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাস ভোট কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে বলেন, সকলকে ধন্যবাদ। যারা আমাকে ভোট দিয়েছেন, যারা ভোট দেননি, সকলকেই। কী কারনে এই পরাজয় হল তার পোস্টমর্টেম করে দেখা হবে। রাজ্যে ভালো ফল হলেও বনগাঁয় ফল খারাপ হওয়ায় হতাশ তৃণমূল কর্মীরা। বিশ্বজিৎ বাবু বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গোটা রাজ্যে বিজেপিকে ধরাশায়ী করেছেন। এই ফলাফলের উৎসাহ নিয়ে আগামী দিনে আমরা বনগাঁয় ঘুরে দাঁড়াবো। তবে তৃণমূলের অনেকেই মনে করছেন বিশ্বজিৎ বাবুর খারাপ ফল হওয়ার পেছনে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব কাজ করেছে। বিশ্বজিৎ বাবু বলেন, গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।

এবার বনগাঁয় বামেরা কোন প্রার্থী দেয়নি। কংগ্রেসের প্রদীপ বিশ্বাস ভোটে দাঁড়িয়েছেন। তাকে সমর্থন করেছিল বামেরা। গতবছর বাম কংগ্রেস আলাদা আলাদা প্রার্থী দিয়েছিল। তারা যৌথভাবে গতবার যে ভোট পেয়েছিলেন, এবার প্রদীপবাবু তার থেকে অনেক কম ভোট পেয়েছেন। কেন এমন ফল হলো? অনেক বাম কর্মীকে বলতে শোনা গিয়েছে, এবার তাদের প্রার্থী না থাকায় তারা তৃণমূলকে হারাতে বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন। এবার বনগাঁ কেন্দ্রে প্রার্থী দিয়েছিল আইএসএফ। তারাও প্রায় সাত হাজার ভোট পেয়েছে।

গীতবীথির বার্ষিক অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ২ জুন সন্ধ্যায় মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল গোবরডাঙার অন্যতম সংগীত শিক্ষার প্রতিষ্ঠান গীতবীতি'র প্রথম বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

বিশিষ্ট সংগীত শিক্ষক মিহিরলাল চক্রবর্তীর বাসভবন অঙ্গনে আয়োজিত শাস্ত্রীয় ও উপশাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের সূচনায় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমীর সদস্য ও বিশিষ্ট নাট্যপরিচালক আশিস চট্টোপাধ্যায়, ছিলেন সংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব তপন ভট্টাচার্য, মলয় বিশ্বাস, নাট্যব্যক্তিত্ব প্রতাপ সেন, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, মহঃ সেলিম, বিশিষ্ট কবি ও সংগীত প্রেমী প্রবীর হালদার, পলাশ মণ্ডল প্রমুখ। আয়োজক গীতবীথির প্রাণপুরুষ মিহির লাল চক্রবর্তী সকলকে স্বাগত জানান। সদস্যগণ সকলকে পুষ্পস্তবক ও স্মারক উপহারে বরণ করে নেন।

গীতবীথির সংগীত শিক্ষার্থীগনের সমবেত সবারে করি আহ্বান ও আনন্দলোকে মঙ্গললোকে সংগীতের মধ্য দিয়ে আয়োজিত সান্ধ্যকালীয় শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। শিশু শিল্পী পারমিতা বিশ্বাসের কণ্ঠে খেয়াল ও নজরুলগীতি সকলের প্রশংসা লাভ করে। গৃহবধূ পাপড়ি চক্রবর্তীর গাওয়া গান সমবেত দর্শক শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। সংগীত শিক্ষার্থীনি জয়তি মণ্ডল এবং রিমি ও সুমি সরকারের সংগীতনুষ্ঠান সকলের মনো রঞ্জন করে। অনুষ্ঠানে তনুলা চক্রবর্তীর কণ্ঠ সংগীত, কোয়েল চক্রবর্তীর খেয়াল, তনুলা চক্রবর্তীর ঠুংরি ও দাদরা এবং তবলায় বোধিপ্রিয় মুখার্জীর অনুষ্ঠান এদিনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে আকর্ষনীয় করে তোলে।

বাংলা ও বাঙালীর সংস্কৃতি নিয়ে মিহির লাল চক্রবর্তীর স্বরচিত কবিতা পাঠ সমবেত সুধীজনের উচ্চসিত প্রশংসা লাভ করে। সংগীত শিক্ষক ডাঃ চক্রবর্তীর সুচারু পরিচালনায় গোবরডাঙা গীতবীথির ১ম বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

কচ্ছপ উদ্ধার

প্রথম পাতার পর

পাচারকারী বাইকটি ফেলে ঘন জঙ্গলের দিকে পালিয়ে যায়। এরপরে বাইকে থাকা প্লাস্টিকের ব্যাগ থেকে ৬৭ টি ভারতীয় স্টার কচ্ছপ উদ্ধার হয়। উদ্ধার হওয়া কচ্ছপগুলি শুক্রবার বনগাঁ বনদপ্তরের হাতে তুলে দেয় বিএসএফ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, স্টার কচ্ছপগুলি বাংলাদেশ সিঙ্গাপুর সহ বিভিন্ন দেশে একুরিয়ামে ব্যবহার করা হয়। অনেকেই সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে বাড়িতে রাখেন। সে কারণে চড়া দামে এগুলি বিক্রি হয়। এই বিরল প্রজাতির কচ্ছপ অতীতেও পাচারের সময় বিএসএফের হাতে আটক হওয়ার ঘটনা ঘটেছে।

দীর্ঘ ১৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন
সবিতা অ্যাড এজেন্সি
বিজ্ঞাপনী অডিও প্রচারের জন্য যোগাযোগ করুন...
M. 9474743020

GRAPHICS MART
LAPTRONICS-5
এখানে খুবই কম খরচে Laptop এবং Desktop Repairing করা হয়।
* সকল প্রকার Repairing এর উপর থাকবে One Month (একমাসের) গ্যারান্টি।
Mob. : 9836414449

B.B. SERVICE
BATTERY SOLUTIONS & REJUVENATION
Tetultala, Station Road, Rail Bazar, Bongaon, N 24 Pgs.
বনগাঁর মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যাটারি রি-জেনারেশন সেন্টার খোলা হয়েছে। এখানে অত্যাধুনিক মেশিনের মাধ্যমে টোটো ব্যাটারি, ইনভার্টার ব্যাটারি, সোলার ব্যাটারি, কমার্শিয়াল ব্যাটারি, টাওয়ার ব্যাটারি এবং সমস্ত রকমের লিড অ্যাসিড যুক্ত পুরোনো ব্যাটারিকে খুবই স্বল্প মূল্যে ওয়ারেন্টি সহ নতুন জীবন ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়া নতুন ব্যাটারি সঠিক মূল্যে পাওয়া যায়।
এই অত্যাধুনিক মেশিন নিয়ে ব্যবসা আরম্ব করতে চাইলে যোগাযোগ করুন।
Mob. : 9733794879, 7908598264, 9332299000
ব্যাটারি টেস্টিং ফ্রি এবং ব্যাটারি লাইফ প্রসারণে 50% ছাড়

গোবরডাঙায় কবি সম্মেলনে সংবর্ধিত কবি প্রবীর হালদার

সঞ্জিত সাহা ঃ শনিবার অপরাহ্নে অনুষ্ঠিত হল সেবা ফার্মার্স আয়োজিত কবি সম্মেলন ও গুনীজন সংবর্ধনার অনুষ্ঠান। বর্ষিয়ান সাংবাদিক সরোজকান্তি চক্রবর্তীর পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত এদিনের সাহিত্য সভার শুরুতেই জন্ম দিনে বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের প্রতিকৃতিতে ফুল মালা অর্পন করে শ্রদ্ধা জানান উপস্থিত বিশিষ্ট কবি সহিত্যিকগণ।

স্বাগত ভাষণে সমিতির সম্পাদক গোবিন্দলাল মজুমদার সেবা ফার্মাস সমিতি আয়োজিত এই মাসিক সাহিত্য সভার গুরুত্ব এবং সেই সঙ্গে সমিতির সেবামূলক কাজকর্মের খতিয়ান তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন প্রবীণ সাহিত্যিক ঋতুপর্ন বিশ্বাস।

নজরুলের কবিতা আবৃত্তি করে শোনান প্রথিতযশা লেখক ও বাচিক শিল্পী পলাশ মণ্ডল। তরুন কবি রাজু সরকার,

মিন্টু বাড়ৈ, বিপুল বিশ্বাস, বরুন হালদার প্রমুখ জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা কবিগণ স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনান।

এদিনের গুনীজন সংবর্ধনায় প্রবীণ কবি ও সুগায়ক প্রবীর হালদারকে উদ্যোক্তারা পুষ্প স্তবক, উত্তরীয়, মানপত্র, স্মারক সহ নানা উপহারে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। কবি প্রবীর বাবুর সাহিত্য ও সংগীত জীবনের উপর আলোকপাত করে বক্তব্য রাখেন প্রবীণ কবি তপন দাস। সংস্কৃতিপ্রেমী প্রধান শিক্ষক কমল কৃষ্ণ পাইক এর সুচারু পবিচালনায় সেবা ফার্মাস সমিতি অয়োজিত এদিনের সাহিত্য সভা ও গুনীজন সংবর্ধনার অনুষ্ঠান বেশ মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে।

গাইঘাটার আশ্রমের শিক্ষার্থীদের আম প্রদান

নীরেশ ভৌমিক ঃ গাইঘাটার রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের পড়ুয়াদের মধ্যে আম বিতরন করা হয় গত রবিবার, আশ্রমের প্রাণপুরুষ অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক শংকর নাথ জানান, আশ্রমের আম গাছগুলোতে এবারে কিছু আম হয়েছে। আমপাকা ও শুরু হয়েছে। সেই আম পেড়ে আশ্রমের শিক্ষার্থীদের মধ্যে আজ বিতরন করা হল। হিমসাগর, গোলাপখাস, ল্যাংড়া সহ বিভিন্ন প্রকারের পাকা আম পেয়ে স্বভাবতই খুশি আশ্রমের পড়ুয়ারা।

লোকসভা ভোটে পৌরসভা এলাকায় প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বি দুই দলের ব্যবধান

ওয়ার্ড নং- ৭			
পার্ট নং	টিএমসি	বিজেপি	ব্যবধান
১৭২	৩৪৭	৬৫৪	৩০৭
১৭৩	২৪৯	৫১০	২৬১
১৭৪	২৬২	৬২৬	৩৬৪
১৭৫	১৯৬	৪৫১	২৫৫
১৭৬	১৫৪	৪৪৭	২৯৩
ওয়ার্ড নং- ৮			
পার্ট নং	টিএমসি	বিজেপি	ব্যবধান
১৮৩	১৩৫	৩৭২	২৩৭
১৮৪	১৪৮	২২১	৭৩
১৮৫	১৫১	৩৬৮	২১৭
১৮৬	২৩৫	৪২৭	১৯২
১৮৭	২২৪	৫৬৬	৩৪২
১৮৮	২৫৬	৩৬৯	১১৩
১৮৯	২১৯	৫৮৯	৩৭০
ওয়ার্ড নং- ৯			
পার্ট নং	টিএমসি	বিজেপি	ব্যবধান
১৯০	২৪৩	৬৭৯	৪৩৬
১৯১	২৬৫	৫৪২	২৭৭
১৯২	২৪৭	৩৯৯	১৫২
১৯৩	২৪১	৪২৩	১৮২
১৯৪	৩১৬	৬৪১	৩২৫
ওয়ার্ড নং- ১০			
পার্ট নং	টিএমসি	বিজেপি	ব্যবধান
১৯৫	২৩৮	৩৩৮	১০০
১৯৬	১৭১	১৮৮	১৭
১৯৭	২৩৭	২৯৭	৬০
১৯৮	২৬৪	৪১০	১৪৬
১৯৯	২৯৬	৪৪৪	১৪৮
ওয়ার্ড নং- ১১			
পার্ট নং	টিএমসি	বিজেপি	ব্যবধান
২০২	৩০০	৫৫২	২৫২
২০৩	২৮৮	৪৫২	১৬৪
২০৫	২৭৭	৪৮১	২০৪
২০৬	১৭৭	৩৪১	১৬৪
ওয়ার্ড নং- ১২			
পার্ট নং	টিএমসি	বিজেপি	ব্যবধান
২০০	২৫৩	৪২২	১৬৯
২০১	১৭২	২৭৮	১০৬
২০৪	২৯৫	৪৪৮	২৫৩
২০৭	৩৩৫	৪৪১	১০৬
২০৮	৩০২	৩৯২	৯০
ওয়ার্ড নং- ১৩			
পার্ট নং	টিএমসি	বিজেপি	ব্যবধান
২০৯	২৯৫	৩৭৬	৮১
২১০	২৪৪	৪৮২	২৩৮
২১১	১৮৭	২৩৭	৫০
২১৭	২৮২	৪৮৪	২০২
ওয়ার্ড নং- ১৪			
পার্ট নং	টিএমসি	বিজেপি	ব্যবধান
২১৫	২১৯	৩৯৩	১৭৪
২১৬	১৫৩	২৮৪	১৩১
২১৮	৩৭৯	৫৬৯	১৯০
২১৯	২৯৯	৪৫৩	১৫৪
২২০	২৭৪	৪৭৯	২০৫

ওয়ার্ড নং- ১৫			
পার্ট নং	টিএমসি	বিজেপি	ব্যবধান
২৪৩	৩০৬	৪৩২	১২৬
২৪৪	১১৯	২৫৮	১৩৯
২৪৫	৩১৩	৪৩৮	১২৫
২৪৬	১৬৭	৩৪৮	১৮১
ওয়ার্ড নং- ১৬			
পার্ট নং	টিএমসি	বিজেপি	ব্যবধান
২৪৭	২৭২	৫১৬	২৪৪
২৪৮	১৬৯	১৯০	২১
২৪৯	১৮৭	৪০৫	২১৮
২৫০	২৭২	৪৭৮	২০৬
২৫১	১৪৪	২৪৪	১০০
ওয়ার্ড নং- ১৭			
পার্ট নং	টিএমসি	বিজেপি	ব্যবধান
২৭১	২৬১	৪৬৯	২০৮
২৭২	২৮১	৫৩২	২৫১
২৭৩	১৯৯	৩১১	১১২
২৭৪	৩৩৩	৪৯৯	১৬৬
২৭৫	১৭৩	১৮৯	১৬
ওয়ার্ড নং- ১৮			
পার্ট নং	টিএমসি	বিজেপি	ব্যবধান
২৫২	১২৬	৪৮১	৩৫৫
২৫৩	১৭৩	৪৩৬	২৬৩
২৫৪	২২৬	৪১৩	১৮৭
২৫৫	১৫১	৩৩১	১৮০
ওয়ার্ড নং- ১৯			
পার্ট নং	টিএমসি	বিজেপি	ব্যবধান
২৩১	১৯৪	৪০২	২০৮
২৩২	২২২	৪৫২	২৩০
২৩৩	১৯৭	২৯৯	১০২
২৩৪	২১২	৩০৯	৯৭
২৩৫	১৫৬	৪৯৭	৩৪১
২৩৬	১৯৭	৪০৮	২১১
২৩৭	১৯৫	৬৫০	৪৫৫
২৩৮	১৬৮	৪৬৮	৩০০
ওয়ার্ড নং- ২০			
পার্ট নং	টিএমসি	বিজেপি	ব্যবধান
২৩৯	২৮৭	৪১১	১২৪
২৪০	৩৪২	৩৭৩	৩১
২৪১	২০৯	২২১	১২
২৪২	৪১১	৫২১	১১০
ওয়ার্ড নং- ২১			
পার্ট নং	টিএমসি	বিজেপি	ব্যবধান
২২৭	১৩৮	৩৫০	২১২
২২৮	২২৬	৬৭৯	৪৫৩
২২৯	২৪৯	৭৮৮	৫৩৯
ওয়ার্ড নং- ২২			
পার্ট নং	টিএমসি	বিজেপি	ব্যবধান
২২১	২৮৮	৫৫৮	২৭০
২২২	১৪৬	২৯৯	১৫৩
২২৩	২২৮	৬৯১	৪৬৩
২২৪	১৬০	৫৪৪	৩৮৪
২২৫	২৭৬	৭২৭	৪৫১
২২৬	২২০	৬৩৩	৪১৩

১। আমাদের এখানে রয়েছে হালকা ভারী আধুনিক ডিজাইনের গহনার বিপুল সম্ভার।
২। আমাদের মজুরি সবার থেকে কম। আপনি আপনার স্বপ্নের সাজের গহনা ক্রয় করতে পারবেন সামান্য মজুরির বিনিময়ে।
৩। আমাদের নিজস্ব জুয়েলারি কারখানায় সুদক্ষ কারিগর দ্বারা আধুনিক ডিজাইনের গহনা প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়।
৪। পুরানো সোনার পরিবর্তে হলমার্ক যুক্ত গহনা ক্রয়ের সুব্যবস্থা আছে।
৫। আমাদের এখানে পুরাতন সোনা ক্রয়ের ব্যাবস্থা আছে। আধার কার্ড ও ব্যাঙ্ক ডিটেলস নিয়ে শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।
৬। আমাদের শোরুমে সব ধরনের আসল গ্রহরত্ন বিক্রয় করা হয় এবং জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া দ্বারা টেস্টিং কার্ড ও গ্রহ রত্নের সঙ্গে সরবরাহ করা হয়। এবং ব্যবহার করার পরে ফেরত মূল্য পাওয়া যায়। হোলসেলের ও ব্যবস্থা আছে।
৭। সর্ব ধর্মের মানুষের জন্য নিউ পিসি জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে ২৫০০ টাকার মধ্যে সোনার জুয়েলারি ও ২০০ টাকার মধ্যে রুপার জুয়েলারি যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারেন।
৮। প্রতিটি কেনাকাটর উপর থাকছে এন পি সি অপটিকালের গিফট ভাউচার।
৯। কলকাতার দরে সব ধরনের সোনা ও রুপার জুয়েলারি হোলসেল বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।
১০। সোনার গহনা মানে নিউ পিসি জুয়েলার্স।
১১। আমাদের এখানে বসছেন সনাম ধন্য জ্যোতিষি ওম প্রকাশ শর্মা, সপ্তাহে একদিন বৃহস্পতিবার।
১২। নিউ পিসি জুয়েলার্স Franchise নিতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। আমরা এক মাসের মধ্যে আপনার শোরুম শুরু করার সব রকম কাজ করে দেব। যাদের জুয়েলারি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই তারাও যোগাযোগ করুন আমরা সব রকম সাহায্য করবো। শোরুমের জায়গার বিবরণ সহ আগ্রহীরা বর্তমানে কি কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং আইটি ফাইলের তত্ত্বাধি নিয়ে যোগাযোগ করুন।
১৩। জুয়েলারি সংক্রান্ত দু বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকরির জন্য বায়োডাটা ও সমস্ত প্রমাণপত্র সহ যোগাযোগ করুন দুপুর ১২.০০ টা হইতে বিকেল ৫.০০ টার মধ্যে।
১৪। সিকিউরিটি গার্ড সংক্রান্ত চাকরির জন্য পুরুষ ও মহিলা উভয়ে যোগাযোগ করুন বন্দুক সহ ও খালি হাতে সময় দুপুর ১২.০০ টা হইতে বিকেল ৫.০০ মধ্যে।
১৫। অভিজ্ঞ কারিগররা কাজের জন্য যোগাযোগ করুন।
১৬। Employee ও কারিগরদের জন্য ESI ও PF ব্যবস্থা আছে।
১৭। অভিজ্ঞ জ্যোতিষিরা ডিগ্রী ও সমস্ত ধরণের Documents সহ যোগাযোগ করুন।
১৮। দেওয়াল লিখন ও হোডিংয়ের জন্য আমাদের শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।
১৯। আমাদের সমস্ত শোরুম প্রতিদিন খোলা।
২০। Website www.newPCjewellers.com
২১। E-mail : npcjewellers@gmail.com

বনগাঁ বাটার মোড়, যশোর রোড, লোকনাথ মার্কেটের প্রথম এবং দ্বিতীয় তলে কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে।

১। বনগাঁতে নিয়ে এলো আধুনিক এবং উন্নত মানের সকল প্রকার চশমার ফ্রেম ও সমস্ত রকমের আধুনিক এবং উন্নতমানের পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার। ২। সমস্ত রকম কন্টাক্ট লেন্স-এর সুব্যবস্থা আছে। ৩। আধুনিক লেন্সোমিটার দ্বারা চশমার পাওয়ার চেকিং এবং প্রদানের সুব্যবস্থা আছে। এছাড়াও আমাদের চশমার ওপর লাইফটাইম ফ্রি সার্ভিসিং দেওয়া হয়। ৪। চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুরা যোগাযোগ করুন- ৮৯৬৭০২৮১০৬। ৫। আমাদের এখানে চশমার ফ্রেম এবং সমস্ত রকমের পাওয়ার গ্লাস হোলসেন এর সুব্যবস্থা আছে।

নিউ পি সি জুয়েলার্স
যশোহর রোড, বাটার মোড়, বনগাঁ

নিউ পি সি জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
বাটার মোড়, কুমুদিনী হাইস্কুলের বিপরীতে, লোকনাথ মার্কেটের দোতলায়

নিউ পি সি জুয়েলার্স বিডাট
মতিগঞ্জ হাটখোলা, বনগাঁ

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**